দৈনিক সংবাদ

তারিখ FEB 16 2000
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বইমেলা ২০০০

বইমেলা বইমেলা বইমেলা বইমেলা
বইমেলা বইমেলা বইমেলা বইমেলা
বইমেলা বইমেলা বইমেলা বইমেলা

হরতালে বেতাল মেলা এবং নানা কিসিমের বই

সালাম জুবায়ের ঃ হরতাল দিনের বইমেলা কেমন হয়- গতকাল তার প্রমাণ মিলেছে। হরতাল সত্ত্বেও বইমেলা চলেছে। বইয়ের টানে ছুটে এসেছেন অসংখ্য বইপ্রেমী দর্শক। তবুও বইমেলা ছিল ভাঙা হাটের মতো।

নতুন শতাব্দীর প্রথম, বইমেলায় প্রথম হরতাল ছিল গতকাল। আগের দিনই লেখক, প্রকাশক, দর্শক- সবাই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন হরতাল নিয়ে। দর্শক আসবেন না, বই বিক্রি হবে না- এই ছিল তাদের ভাবনা; কিন্তু তাদের আশঙ্কা পুরোপুরি সত্য হয়নি।

মেলা খুলেছে বিকেল ৩টায়। ঘন্টাখানেক, বিকেল ৪টা পর্যন্ত লোকজনের আনাগোনা খুব একটা ছিল না। ৪টার পর লোকজন আসতে শুরু করে।

বাংলা একাডেমির আলোচনা সভা ঠিকমতোই শুরু এবং শেষ হয়েছে। তবে বইমেলায় গতকাল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। প্রধান তোরণে বিপুলসংখ্যক পুলিশ পাহারায় ছিল। প্রতি ৫/৭ মিনিট পর পুলিশ দল পুরো মেলা প্রাঙ্গণ টহল দিয়েছে।

দুজন প্রতিমন্ত্রী গতকাল মেলা খোলার পরপরই মেলা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তারা মেলা ঘুরে দেখেছেন, প্যান্ডেলে দর্শক সারিতে বসে আলোচনা শুনেছেন।

এবার বইমেলায় যত বই বেরুচ্ছে তার বিষয়বৈচিত্র্যের ব্যাপারটি অনেকের মনোযোগ কেড়েছে। আগে কোন বছর উপন্যাস, কোন বছর কবিতা, কোন বছর রাজনৈতিক ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই বেশি প্রকাশিত হতো; কিন্তু এবার প্রকাশিত বই নিয়েকোন কথা বলা কঠিন।

বইয়ের বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে কথা হয় অবসর প্রকাশনা সংস্থার আলমগীর রহমান, কাকলী প্রকাশনীর নাসির আহমেদ সেলিম, অনুপমের মিলন নাথ, এশিয়া পাবলিকেশন্সের ইসমাইল হোসেন বকুলের সাথে।

গতকাল একদল তরুণ লেখক কবির আড্ডায় কথা উঠেছে এবার বইমেলা উপলক্ষে এককভাবে কোন্ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত লেখক-কবির বই বেশি প্রকাশিত হয়েছে।

উৎস অভিধান এবং অন্যান্য

একাডেমির কর্মকর্তা ফরহাদ খানের লেখা 'বাংলা শব্দের উৎস, অভিধান' গতকাল মেলায় এসেছে। অনেকের মতে এটি মেলার একটি উল্লেখযোগ্য বই। শব্দ উৎস, এর অর্থ এবং নানামুখী অর্থ উদাহরণ দিয়ে বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে। বই প্রকাশ করেছে প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা।

বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শহীদ তাজউদ্দিন আহমদের কন্যা মাহজাবিন মিমির দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছে প্রতিভাস প্রকাশনী। বই দুটির ভূমিকা লিখেছেন কবি শামসুর রাহমান। বই দুটি মাহজাবিন মিমি উৎসর্গ করেছেন তার শহীদ পিতা তাজউদ্দিন আহমদ ও মা সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিনকে। বই দুটির নাম 'চন্দ্রানুকূল' এবং 'সুনির্মিত বনবাস'। তরুণ সাংবাদিক কবি দর্পণ কবিরের কাব্যগ্রন্থ 'কষ্টের ধারাপাত'। প্রকাশ করেছে ঘাসফুলনদী প্রকাশনী।

একটিভ প্রকাশনী মেলায় বের করেছে খায়রুল বাসারের 'বিষয় চাননাট্য' আরো নতুন বইও গতকাল বাংলা একাডেমির দেয়া হিসেব অনুযায়ী আরো নতুন ২৪টি বই প্রকাশিত হয়েছে।

প্রচ্ছদ চৌধুরীর কার্টুনের বই 'নিবুনিবু লণ্ঠন', সাজেদুল আউয়ালের 'বাংলা নাটকে নারী, পুরুষ ও সমাজ' (অনন্ত প্রকাশনী), রফিকুল ইসলাম চৌধুরীর 'স্ববিরোধী রাজনীতি' (বিনিময় প্রকাশনী), রফিক উল্লাহ খানের 'সত্যেন সেনের উপন্যাস বিষয়স্বাতন্ত্র্য ও শিল্প চেতনা' (আবসার ব্রাদার্স), সালাম আজাদ সম্পাদিত 'নজরুল স্মারক গ্রন্থ' (আবসার ব্রাদার্স), মোহাম্মদ জাকারিয়ার 'সাম্যবাদের খোঁজে' (শিখা প্রকাশনী), ডাঃ তাজুল ইসলামের 'মানসিক সমস্যা ধরন, কারণ ও প্রতিকার' (এশিয়া পাবলিকেশন্স), ইকবাল হাসানের 'দূরের মানুষ কাছের মানুষ' (ব্যতিক্রম প্রকাশনী)। শিশুদের জন্য 'রূপকথার রাজ্যে' লিখেছেন আবদুর রহিম। বইটি প্রকাশ করেছে মীনার পাবলিকেশন্স, মলয় কুমার ভৌমিকের কিশোর ভ্রমণকাহিনী 'নতুন চোখে দেখা' (এম এস প্রকাশনী), কমলেশ রায়ের 'মানুকিন' (রেকটো প্রকাশনী)।

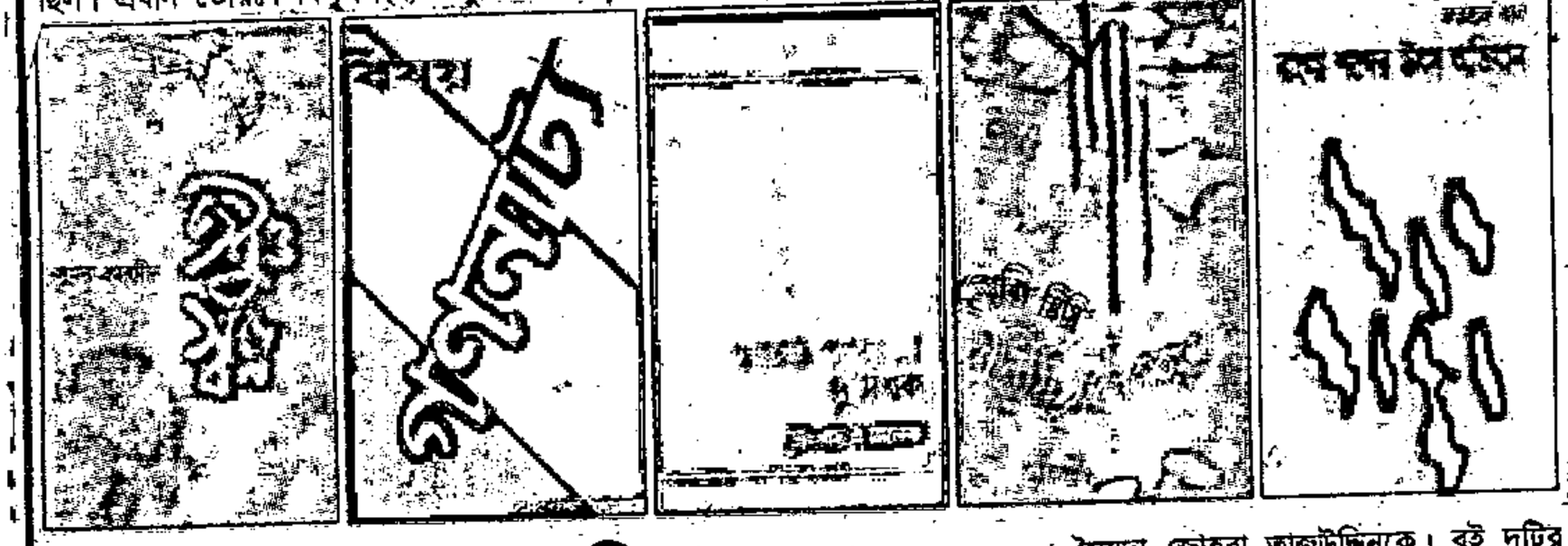

একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর

সুকুমার বিশ্বাস

এবারের বইমেলায় 'একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর' বইটি প্রকাশিত হতে দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এক অনাবিল আনন্দ, তৃপ্তি আর প্রশান্তিতে আমার মন 'ভরে গেছে। মনে হয়েছে, দেশ ও দেশের মানুষের কাছে দায়বদ্ধতার ঋণ কিছুটা হলেও লাঘব করেছি। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ঘরে ফিরে সেই বাহাত্তর সালেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজে জেলা, মহকুমা, থানা, এমন কি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গেছি; কথা বলেছি হাজারো মুক্তিযোদ্ধার সাথে। কথা বলেছি স্বামী হারা স্ত্রী, ভাইহারা বোন, পুত্রহারা পিতা, মাতৃহারা সন্তানের সাথে। তারা আত্মজনের কথা বলতে বলতে অঝোর ধারায় কেঁদেছেন। তারা জানিয়েছেন, পাকিস্তান সেনা ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞের কথা, অত্যাচারের কথা। তারা আমাকে সেইসব বধ্যভূমি ও গণকবরে নিয়ে গেছেন, যেখানে তাদের আপনজনেরা স্বাধীন বাংলার জন্য, বাঙালির মুক্তির জন্য জীবন দান করেছেন। গত আটাশ বছরে বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে শহীদদের আত্মজনের অসংখ্য প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি। তাদের সেসব প্রশ্নের সদুত্তর আমি দিতে পারিনি। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হয়েছে। আমরা তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা তো দিতেই পারিনি, এমন কি তাদের কবরগুলো চিহ্নিতকরণ বা সংরক্ষণের কথাও ভাবিনি। অনেক কবরই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেই সাথে বিস্মৃতির অতলেও হারিয়ে গেছে দেশের বেদিতে উৎসর্গিত অনেক শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতি।

আমি আমার এ বইতে চেষ্টা করেছি শহীদদের চরম আত্মত্যাগের কথা ধরে রাখতে, জানাতে চেয়েছি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের বন্ধুদের– যারা জানে না কি চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে তারা স্বাধীন বাংলাদেশ লাভ করেছে।

'৭১-এ সমগ্র বাংলাদেশটাই পরিণত হয়েছিলো বধ্যভূমি আর গণকবরে। আমি এসব বধ্যভূমি ও গণকবরের বেদনাদায়ক নিষ্ঠুর নির্মম কথাগুলো ইতিহাস আকারে লিখে রাখতে চেষ্টা করেছি। আমি সমগ্র বইটি বিভাজন করেছি চার ভাগে। প্রথম ভাগকে বলেছি ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগে সংবাদ সংকলন, তৃতীয় ভাগকে বলেছি

স্মৃতি ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩